আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত | এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

জিন দ্বারা টাকা চুরি ও ইফরিত জিনের উপদ্রব বন্ধের রুকইয়াহ

ঘর থেকে টাকা বা জিনিসপত্র হারিয়ে যাওয়ার সাধারণত ৩টি কারণ থাকে। এই গাইডলাইনে এর কারণ এবং জিন কর্তৃক উপদ্রব বন্ধ করার সুনির্দিষ্ট আমল বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘর থেকে টাকা বা বস্তু হারানোর ৩টি কারণ

১. পরিবারের কারো কাজ (৮০% ক্ষেত্রে): অধিকাংশ সময়ে টাকা হারিয়ে গেলে তা জিনের কাজ হয় না, বরং পরিবারেরই কোনো সদস্য বা বাইরের কোনো মানুষের হাত থাকে।

২. জাদুর প্রভাব বা সিহর (১০% ক্ষেত্রে): ব্যক্তি জাদুর শিকার হলে জাদুকর তার চোখের দৃষ্টিতে ধাঁধা বা ইল্যুশন সৃষ্টি করে। এর ফলে টাকা বা জিনিস জায়গামতো থাকলেও সে দেখতে পায় না। মনে হয় হারিয়ে গেছে। এমন হলে সাধারণ জাদুর রুকইয়াহ করতে হবে।

৩. 'ইফরিত' জিনের উপদ্রব (১% ক্ষেত্রে): সাধারণ জিন বাস্তব জগতের জিনিসপত্র বা টাকা নাড়াচাড়া করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ **'ইফরিত (عفريت)'** শ্রেণির জিনের কাজ। যখন দেখবেন ঘরের দরজা-জানালা একা একাই নড়ছে, রান্নাঘরের থালাবাসন পড়ে যাচ্ছে এবং আপনি তা নিজ চোখে দেখছেন—তবে বুঝতে হবে এটি ইফরিত জিনের কাজ।

ইফরিত জিন তাড়ানোর বিশেষ আমল

যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি ইফরিত জিনেরই কাজ, তবে নিচের আমলটি ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে ইফরিত জিন বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

১. ঘরের চার কোণায় আয়াতুল কুরসী পাঠ

নিয়ম: ঘরের ৪টি কোণায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে ৭ বার করে পড়বেন

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ

حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর কুরসী আসমান ও যমীনব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি সমুচ্চ, মহীয়ান।

২. আয়াতুল কুরসীর শেষাংশের বিশেষ জিকির

নিয়ম: ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কমপক্ষে ১০০ বার বা তার বেশি পড়বেন

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

উচ্চারণ: ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

অর্থ: এবং এগুলোর (আসমান ও যমীনের) রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি সমুচ্চ, মহীয়ান।

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

আপনি যে সমস্যাগুলো থেকে বের হতে চান অথবা যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চান সেই সমস্যা ও রোগ গুলোকে ১, ২, ৩, এভাবে নাম্বার দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমে নোট ডাউন করে নিবেন। পরবর্তীতে এক নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য একদিন ৩০ মিনিট আপনি নিজেই রুকইয়াহ করবেন, দ্বিতীয় নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য দ্বিতীয় দিন ৩০ মিনিট রুকইয়াহ করবেন। তৃতীয় দিন তৃতীয় সমস্যা বা রোগটির জন্য, চতুর্থ দিন চতুর্থ সমস্যা বা রোগের জন্য। এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী...

নিজেই নিজের রুকইয়াহ করার নিয়ম

"হে আল্লাহ আমার **টাকা-পয়সা হারিয়ে যাওয়া, ঘরে ইফরিত জিনের উপদ্রব, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা এবং এর** সাথে সম্পৃক্ত সকল বদনজর, হাসাদ, সেহের, জ্বীন, শরীরের ভিতরে ও বাইরে থাকা শয়তান জ্বীন ও তাদের সকল প্রভাবকে আপনি ধ্বংস করে দিন"

উপরের এই বাংলা দোয়াটি ১৫ মিনিট পাঠ করবেন। আর বাকি ১৫ মিনিট সূরা ফাতিহা, ফালাক এবং নাস পাঠ করবেন। (অথবা ঘরের উপদ্রব বন্ধ করতে আয়াতুল কুরসীর বিশেষ আমলটি করবেন)।

এভাবে বাংলা ১৫ মিনিট দোয়া এবং ১৫ মিনিট কুরআনের আয়াত পাঠ করে মোট ৩০ মিনিট রুকইয়াহ শেষ করার পর পানি, মধু, গোলাপজল, অলিভ অয়েল, সিদর পাতা, এগুলোতে ফুঁ দিয়ে মিশিয়ে ফুঁ দিবেন।

এরপর করার ফলে আপনার নিজের রুকইয়াহও হলো আবার সাথে সাথে আপনার পড়া পানি, পড়া মধু, পড়া তেল ইত্যাদি সব সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার নিয়ম

আপনি রুকইয়াহ করে যে পড়া পানি তৈরি করেছেন সেখান থেকে আধা লিটার পড়া পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো এবং স্বাদ মতো লেবুর রস, মধু, সিদর পাতা মিশিয়ে শরবত বানিয়ে পুরোটা খেয়ে আপনার জন্য সাপোর্টিভ রুকইয়াহ অ্যাক্টিভ করবেন।

সাজেস্টেড অডিও: ইফরিত জিন ও জাদুর প্রভাব নষ্ট করার রুকইয়াহ এবং আয়াতুল কুরসী।

রুকইয়াহ গোসল করবেন সপ্তাহে ১ দিন

গোসলের নিয়ম: এক বালতি গোসলের পানি নিন। তাতে ১ লিটার পড়া পানি, এক চামচ পিঙ্ক সল্ট, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল এবং ১ থেকে ৩ চামচ অলিভ অয়েল এবং সাতটি সিদর পাতা বেটে পেস্ট করে পানিতে মিশিয়ে ফেলুন।

এরপর এই ১ বালতি পানি থেকে আরেক বালতি পানি আপনার মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢালবেন এবং পুরো শরীর ম্যাসাজ করবেন। পরবর্তীতে নরমাল ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে শরীর পরিষ্কার করে নিবেন।

পড়া অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন

গোসলের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পুরো শরীরে পড়া অলিভ অয়েল মেখে নিবেন। বিশেষ করে আপনার শরীরের যে সকল জায়গায় ব্যথা করে, জ্বালাপোড়া করে এবং ফুসকুড়ি সেসব স্থানে ঐ পড়া অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করবেন।

পড়া পানি দিয়ে ঘর মুছবেন ও স্প্রে করবেন (অত্যন্ত জরুরি)

যেহেতু সমস্যাটি ঘরে, তাই এই পড়া পানি দিয়ে বাসার ফ্লোর ভালোভাবে মুছে নিবেন। একটি স্প্রে বোতলে পড়া পানি এবং সুগন্ধি ছাড়া এমন আতর মিশিয়ে ঘরের প্রতিটি কোণায়, জানালায় এবং দরজায় স্প্রে করবেন।

আমল

সূরা কফ ৩ বার রাতে, সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া।

সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ করবেন

নিয়মিত মাসনুন আমল করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ আদায় করবেন।